Year : 2 ; Issue : 2
January - June 2025

NEWS BULLETIN

KUAA
Khulna University Alumni Association

www.kuaa.org.bd

KUAA
Khulna University Alumni Association

সাহিত্য ও প্রকাশনা কমিটি

বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির প্রকাশিত দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম নিউজ বুলেটিনটি বাস্তবে রূপ নিয়েছে যাদের মূল্যবান সময়, মেধা এবং প্রচেষ্টায় তারা হলেন :

প্রফেসর ড. মুন্নুজাহান আরা (বীথি)	**সম্পাদক, সাহিত্য ও প্রকাশনা, কুআ কার্যনির্বাহী কমিটি**	**সম্পাদক**
ড. শেখ তারেক আরাফাত (শাওন)	সহ-সম্পাদক, সাহিত্য ও প্রকাশনা, কুআ কার্যনির্বাহী কমিটি	সহ-সম্পাদক
মোঃ আনিসুর রহমান	সহ-সভাপতি, কুআ কার্যনির্বাহী কমিটি	সদস্য
ড. মোঃ আজিজুল হাসান	জনসংযোগ সম্পাদক, কুআ কার্যনির্বাহী কমিটি	সদস্য
এ.কে.এম. হুমায়ুন কবীর দেওয়ান (স্বপন)	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সহ-সম্পাদক, কুআ কার্যনির্বাহী কমিটি	সদস্য
মাহামুদুল হাসান (মিল্লাত)	নির্বাহী সদস্য, কুআ কার্যনির্বাহী কমিটি	সদস্য
প্রফেসর ড. মোঃ নজরুল ইসলাম	শিক্ষক, ফউটে ডিসিপ্লিন, খু.বি	বহিঃসদস্য

সার্বিক সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ সভাপতি এ জেড এম আনোয়ারুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আকতার হোসেনসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সকলকে। সেই সাথে মাহফুজুর রহমানকে (আর্কিটেকচার '২১ ব্যাচ) নিউজ বুলেটিনের ডিজাইন তৈরিতে সহায়তা করার জন্য এই কমিটি বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

ARIZONA HOLDINGS
PARTNERS IN PROSPERITY

An Initiative by Khulna University Professional Graduates

আমাদের প্রজেক্ট সমূহ
- বসুন্ধরা L-ব্লক
- আটি মডেল টাউন
- পূর্বাচল

আমাদের আসন্ন প্রজেক্ট সমূহ
- কমার্সিয়াল প্লট
- কক্সবাজার রিসোর্ট
- অরুনাপল্লী (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হাউজিং সোসাইটি)

Our Features
- Affordable Price
- On Time Handover
- Best Community
- Trusted Partnership

বসুন্ধরা প্রজেক্ট
প্রজেক্টর নাম : ব্লু অর্কিড
লোকেশন : বসুন্ধরা L-ব্লক, রোড নং-৬৯
ল্যান্ড এরিয়া : ৬ কাঠা
ফ্ল্যাট সংখ্যা : ১৬ টি
ফ্লোর : জি+০৮ (দক্ষিনমুখী)
এপার্টমেন্ট সাইজ : ১৫০০ বর্গফুট(প্রায়)

BOOK NOW
+880 1752-491363

আমরা দীর্ঘদিন ধরে ল্যান্ড শেয়ার প্রকল্প, জমি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ে নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে আসছি

WWW.ARIZONAHOLDINGSBD.COM

খুলনা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (কুআ) এর বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৩-২০২৬) দায়িত্ব গ্রহণের পর "কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি" গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত "ত্রিবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা" গৃহীত হয়। "ত্রিবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা" অনুযায়ী "সাহিত্য ও প্রকাশনা" কমিটি ছয় মাস অন্তর অন্তর একটি করে নিউজ বুলেটিন প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ইতোমধ্যে তিনটি নিউজ বুলেটিন (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩, জানুয়ারী-জুন ২০২৪ এবং জুলাই – ডিসেম্বর ২০২৪) প্রকাশিত হয়েছে যথাসময়ে। বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি কুআ'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে নিয়মিত কাজ করে চলেছে। গত দুই বছরে এই কার্যনির্বাহী কমিটি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাইদের মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ, একতা, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সহযোগিতামূলক মনোভাব প্রতিষ্ঠা করা এবং তা বজায় রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন জনকল্যাণ এবং সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করাসহ জনজীবনে হঠাৎ সৃষ্ট বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে সহায়তামূলক কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে। গত ছয় মাস অর্থাৎ জানুয়ারী – জুন ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত কুআ'র সম্পাদিত কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সকল খুলনা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাইদের কাছে পৌঁছে দেবার লক্ষে এই প্রকাশনাটি (২য় বর্ষের ২য় সংখ্যা) প্রকাশিত হচ্ছে।

নিয়মিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

যে কোন সংগঠনের কার্যক্রম তরান্বিত ও গতিশীল রাখতে নিয়মিত সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত ছয় মাসে (জানুয়ারী ২০২৫ - জুন ২০২৫) সাধারণ ও বিশেষসহ মোট ০৪ টি সভা সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছে 'কুআ'। ফলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অ্যালামনাইদের বিভিন্ন ইস্যু সুষ্ঠু ভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে সকলের মতামতের ভিত্তিতে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেগুলো পর্যাক্রমে বাস্তবায়নে সফল হয়েছে 'কুআ'।

'কুআ' ফেসবুক গ্রুপে বাণিজ্যিক পোস্টের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের জন্য নীতিমালা গঠন

আমাদের অ্যালামনাইদের একটা বড় অংশ উদ্যোক্তা। কোনো না কোনো ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করেন। ক্ষুদ্র, মাঝারি বা বড় উদ্যোক্তা হিসাবে অনলাইন - অফলাইনে কাজ করে যাচ্ছেন। অনেকে ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা হিসাবে উল্লেখযোগ্য সফলতাও অর্জন করেছেন। ব্যবসার প্রসারের মাধ্যমে অনেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন এবং দেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছেন। অ্যালামনাইদের মধ্যে যারা নতুন উদ্যোক্তা বা ইতোমধ্যে ব্যবসায় ভালো করছেন তাদের অনেক দিনের চাওয়া উদ্যোক্তাদের জন্য তাদের ব্যবসাকে প্রমোট করার ক্ষেত্রে কুআ'র পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেয়া যায় কি না।

বিষয়টি বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি গুরুত্বের সাথে নিয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করে, আলোচনা পর্যালোচনা করে এবং কিছু নীতিমালা অনুসরণ সাপেক্ষে এটা কার্যকর করা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সাব কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্বে ছিলেন হোসনে আরা পপি (সহ-সভাপতি ৫), অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেনঃ শায়কা ইমাম শান্তা (যুগ্ম সম্পাদক ১), মোঃ মতিউর রহমান (মতিন) (সাংগঠনিক সম্পাদক ৩), আসমা হক (কান্তা) (নারী বিষয়ক সম্পাদক), রাশেদুল আলম সরকার (রাশেদ) (নির্বাহী সদস্য) এবং বিশ্বজিৎ রায় (নির্বাহী সদস্য)।

সাব কমিটি বিষয়টি নিয়ে কাজ শেষে 'কুআ'র সাধারণ সভায় উপস্থাপন করে। সার্বিক সকল বিষয় বিবেচনা করে 'কুআ'র সাধারণ সভায় এ উদ্যোক্তা অ্যালামনাইদের ব্যবসা প্রমোশনের বিষয়টি অনুমোদন করা হয়। নীতিমালা নিম্নরূপ :

১) শুধুমাত্র খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই উদ্দোক্তারা এই পরিসেবার আওতাভুক্ত থাকবেন।

২) উদ্যোক্তাগণের 'কুআ'র পেইড মেম্বারশীপ থাকতে হবে।

৩) 'কুআ'র কাছে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট যেমন নির্ধারিত ফর্ম, ট্রেড লাইসেন্সসহ আবেদন করতে হবে।

৪) যে বিজনেস/প্রতিষ্ঠান এর প্রমোশন চাচ্ছেন উক্ত ব্যবসায়ের/প্রতিষ্ঠানের সাথে তার মালিকানা থাকতে হবে। একক অথবা পার্টনারশিপ মালিকানা যে কোনোটাই থাকতে পারে।

৫) প্রাথমিক ভাবে মাসে ১ বার প্রতি মাসের শেষ শুক্রবার/শনিবার 'কুআ'র ফেইসবুক গ্রুপ এ ব্যবসায়িক পোস্ট পাবলিশ করা যাবে।

৬) পোস্ট পাবলিশ হওয়ার অন্তত ১ দিনে আগে পোস্ট সাবমিট করতে হবে। এ্যড কনটেন্ট নীতিমালা অনুযায়ী ঠিক থাকলে এডমিন/মডারেটর পোস্ট অ্যাপ্রুভ করবেন। অন্যথায় রিজেক্ট করবেন।

৭) কোনো ভাবেই অবৈধ, ড্রাগ, অস্ত্র বা সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এমন কোনো পণ্যের প্রচারণা করা যাবে না।

৮) উদ্যোক্তাগণ প্রাথমিকভাবে কোনো প্রকার চার্জ/কস্ট ছাড়াই পণ্যের/সেবার প্রমোশন করতে পারবেন।

'কুআ' ফেসবুক গ্রুপে বাণিজ্যিক পোস্ট দেয়ার জন্য তালিকাভুক্তির আবেদনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের (ট্রেড লাইসেন্স অনুযায়ী) নাম, ব্যবসার প্রকৃতি (বিস্তারিত), আবেদনকারীর (মালিকের) নাম, আবেদনকারীর এনআইডি নাম্বার, আবেদনকারীর ফোন নাম্বার ও ই-মেইল আইডি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিন, রোল নং এবং পাশের বছর, একজন খুবি অ্যালামনাই এর রেফারেন্স, রেফারেন্স প্রদানকারীর বিস্তারিত তথ্য (ডিসিপ্লিন, ব্যাচ, বর্তমান কর্মস্থল ইত্যাদি) এবং আবেদনকারীর ঘোষণা (আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, এখানে প্রদানকৃত যাবতীয় তথ্য সত্য এবং যে পণ্যের প্রচার আমি 'কুআ' ফেসবুক পেজে করবো তার গুনগত মান ভালো। এখান থেকে পণ্য কিনে কেউ প্রতারিত হলে দায়ভার আমার।) অবশ্যই থাকতে হবে।

‘কুআ’ কর্তৃক প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

খুলনা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৩-২০২৬) কর্তৃক কমপক্ষে ২ টি বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে গত ১৭ জানুয়ারী ২০২৫ খ্রি. তারিখে ঢাকার আগারগাঁওয়ে বন ভবনের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)।

এজিএম সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে আয়োজনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নবম সভায় আলোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হয়:

নাম	কুআ কার্যনির্বাহী কমিটির পদবী	পদবী
মোঃ তানভীর হাসান	**সহ-সভাপতি**	**আহ্বায়ক**
মোঃ তাকদিউর রহমান মুকুট	সাংগঠনিক সম্পাদক	সদস্য
মোঃ মতিউর রহমান (মতিন)	সাংগঠনিক সম্পাদক	সদস্য
ড. মোঃ আজিজুল হাসান	জনসংযোগ সম্পাদক	সদস্য
প্রফেসর ড. আহসান হাবীব (শিমুল)	ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক	সদস্য
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	ছাত্র বিষয়ক সহ-সম্পাদক	সদস্য
মাহামুদুল হাসান (মিল্লাত)	নির্বাহী সদস্য	সদস্য
মোঃ শহিদুল ইসলাম (শহীদ)	সমাজ কল্যাণ সহ-সম্পাদক	সদস্য
মোঃ সাথীল ইসলাম (ডলার)	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	সদস্য
প্রফেসর ড. মুনুজাহান আরা (বীথি)	সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	সদস্য
মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম	যুগ্ম সম্পাদক	সদস্য
প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুস সাদাত	নির্বাহী সদস্য	সদস্য
মোঃ রাশেদুল ইসলাম	**অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**	**সদস্য সচিব**

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শায়কা ইমাম শান্তা (যুগ্ম সম্পাদক ১)। অনুষ্ঠানটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে সফলভাবে সম্পাদন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শহীদ মীর মুগ্ধসহ প্রয়াত সকল অ্যালামনাইদের জন্য সুরা ফাতিহা পাঠসহ প্রার্থনা করা হয় এবং দাড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

‘কুআ’র সাহিত্য ও প্রকাশনা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ নিউজ বুলেটিন এর মোড়ক উন্মোচন

প্রথম সাধারণ সভা উপলক্ষে, ‘কুআ’র সাহিত্য ও প্রকাশনা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত জুলাই – ডিসেম্বর ২০২৪, ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যাটি বিশেষ নিউজ বুলেটিন আকারে প্রকাশ করা হয়। এই বিশেষ সংখ্যাটি গত দেড় বছরে

‘কুআ’র সম্পাদিত কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সকল খুলনা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাইদের কাছে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে প্রকাশিত হয়। বিশেষ নিউজ বুলেটিনের মোড়ক উন্মোচন করা হয় সাধারণ সভার শুরুতেই।

‘কুআ’ বর্তমান কমিটির শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত কর্মকাণ্ডের উপরে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন

গত ১৪ জুলাই (শুক্রবার) ২০২৩ খ্রি. বিকাল ৫টায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনের সাংবাদিক লিয়াকত আলী মিলনায়তনে ‘কুআ’ কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০২৩-২৬) তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত বর্তমান ‘কুআ’ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন সাধারণ সম্পাদক মোঃ আকতার হোসেন এজিএম এ উপস্থিত সকলের সামনে উপস্থাপন করেন।

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন

‘কুআ’ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভা যেমন জরুরী, সেই সাথে জরুরী বার্ষিক নিরীক্ষা (অডিট) সম্পাদন করা। বার্ষিক নিরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শায়কা ইমাম শান্তা (যুগ্ম সম্পাদক ১) এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যে কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ছিলেনঃ মোহম্মদ ইকবাল কবির বিপুল (কোষাধ্যক্ষ), মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম (যুগ্ম সম্পাদক ২) এবং মোঃ তাকদিউর রহমান মুকুট (সাংগঠনিক সম্পাদক ১)। কমিটি SHAHA & Company কে দিয়ে নিরীক্ষার কাজ সম্পাদন করে (৩০শে জুন ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত) এবং এজিএম এর দিন উপস্থাপনসহ উপস্থিত সকলকে একটি করে কপি বিতরণ করেন।

‘কুআ’ গঠনতন্ত্রের সংশোধন

বার্ষিক সাধারণ সভায় ‘কুআ’ গঠনতন্ত্র সংশোধনের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সহ-সভাপতি মোঃ আনিসুর রহমান কে আহ্বায়ক করে ড. মোঃ নূরুন্নবী (নির্বাহী সদস্য), মোহাম্মদ ফজলে রেজা (সুমন) (নির্বাহী সদস্য), খন্দকার মোহাম্মদ আশরাফুল আলম (লিপন) (নির্বাহী সদস্য) এবং মোঃ মতিউর রহমান (মতিন) (সাংগঠনিক সম্পাদক ৩) এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিভিন্ন আলোচনা এবং পর্যালোচনা করে ‘কুআ’ গঠনতন্ত্রে নিম্নোক্ত সংশোধনী প্রস্তাব এজিএম এ উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত সকলের সম্মতিতে প্রস্তাবিত সংশোধনী গৃহীত হয়।

ধারা	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
৩.২ (১) (১)	কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যকাল সাধারণভাবে দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে ৩ (তিন) বছর। গ্রহণযোগ্য কারণে এই মেয়াদ অনধিক ৬ মাস কার্যনির্বাহী পরিষদ বৃদ্ধি করতে পারবে।	কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যকাল সাধারণভাবে দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে ৩(তিন) বছর। দৈব দুর্বিপাক বা জরুরী পরিস্থিতির কারণে এই মেয়াদ অনধিক ৬ মাস কার্যনির্বাহী পরিষদ বৃদ্ধি করতে পারবে।
৪.১(২) **সাধারণ সভা**	কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তে সাধারণ সম্পাদক এ আহ্বান করবেন। কমপক্ষে ২০দিনের নোটিশে এই সভা আহ্বান করতে হবে। জরুরী অবস্থায় ১০দিনের নোটিশে এই সভা আহ্বান করা যাবে। সভার অন্তত ৫ দিন পূর্বে সদস্যদের পত্র প্রেরণ করতে হবে, অন্যথায় কমপক্ষে ১টি দৈনিক পত্রিকায় সভার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।	কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তে সাধারণ সম্পাদক এসব আহ্বান করবেন। কমপক্ষে ২০ দিনের নোটিশের সভা আহ্বান করতে হবে। জরুরী অবস্থায় ১০ দিনের নোটিশে এই সভা আহবান করা যাবে। সভার অন্তত ৫ দিন পূর্বে সদস্যদের পত্র/ইমেইল প্রেরণ করতে হবে, অন্যথায় কমপক্ষে ১টি দৈনিক পত্রিকায় সভার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।
৪.৬ **মূলতবী সভা**	অ্যাসোসিয়েশনের কোন সভায় কোরাম না হলে সে সভা কে মূলতবী ঘোষণাপূর্বক ৭দিন পরবর্তী দিবসে একই স্থানে ও সময়ে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে। মূলতবী সভার সদস্যগণকে নিয়েই কোরাম হবে। এই সভায় অ্যাসোসিয়েশনের বিলুপ্তি, গঠনতন্ত্র সংশোধন, কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন/পুনর্গঠন/ বাতিল প্রভৃতি বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।	অ্যাসোসিয়েশনের কোন সভায় কোরাম না হলে সে সভাকে মূলতবী ঘোষণাপূর্বক ১ঘন্টা পরে একই স্থানে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে। মূলতবী সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে নিয়েই কোরাম হবে। এ সভায় অ্যাসোসিয়েশনের বিলুপ্তি, গঠনতন্ত্র সংশোধন, কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন/পূনর্গঠন/বাতিল প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।
৫.৪(৫) **কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন বিধানাবলী**	কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীগণ ৫১(একান্ন) জনের পূর্ণ প্যানেল কিংবা যেকোনো সংখ্যকপদে যুক্তভাবে কিংবা এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। কোন প্রার্থী একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। মনোনয়নপত্র পূর্ণ প্যানেল হিসেবে একসাথে সংগ্রহ করতে হবে, কোন মনোনয়নপত্র এককভাবে সংগ্রহ করা যাবে না।	কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীগণ এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। কোন প্রার্থী একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।
৭.২ (২)	পদত্যাগ পত্র পেশের ১৫ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করবেন। উক্ত সভায় পদত্যাগপত্র গৃহীত হলে তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সাথে তাঁর সমুদয় হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করা সাপেক্ষে বিমুক্ত হবেন।	পদত্যাগপত্র পেশের পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সাধারণ সম্পাদক পদত্যাগপত্রটি উত্থাপন করবেন। উক্ত সভায় পদত্যাগ পত্র গৃহীত হলে তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সাথে তাঁর সমুদয় হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করা সাপেক্ষে বিমুক্ত হবেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দের বক্তব্য শেষে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

'কুআ'র MOU কার্যক্রমের ধারা অব্যহত

'কুআ' এবং বিআরবি হাসপাতাল এর সাথে গত ২৩শে জানুয়ারী ২০২৫ খ্রি. বেলা ১২:০০ ঘটিকায় হাসপাতালের সভা কক্ষে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিআরবি হাসপাতালের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. জামিল আহমেদ (অব:), পরিচালক একেএম মনিরুল ইসলাম, সিনিয়র ডিজিএম কবির উদ্দিন তুষার, জিএম মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম ভুঁইয়া। 'কুআ'র পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ আকতার হোসেন, সহ-সভাপতি খোঃ মাযহাবউদ্দীন পল্লব, মোঃ তানভীর হাসান, যুগ্ম সম্পাদক শায়কা ইমাম শান্তা, নির্বাহী সদস্য মাহামুদুল হাসান (মিল্লাত) এবং মোঃ সারোয়ার জাহান। সমঝোতা স্মারকে 'কুআ'র যে কোন সদস্য নিয়মিত সেবামূল্যের চেয়ে কমে (Lab

Services এর উপরে ২০%, OPD এবং IPD উভয়ের ক্ষেত্রে Radiology and Imaging এর উপরে ১৫%, বেড চার্জ এর উপরে ১০% ছাড়) বিআরবি হাসপাতাল থেকে এই সেবা নিতে পারবেন। এছাড়া, হেলথ চেকআপ সহ অন্যান্য সেবায়ও ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে। 'কুআ'র মেম্বারশিপ কার্ড প্রদর্শন করে অ্যালামনাইগণ এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা এই সুবিধা নিতে পারবেন। এছাড়া পুষ্পধারা হাউজিং লিমিটেডের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের কাজ প্রায় শেষের দিকে। উল্লেখ্য যে, কুআ বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল, হোটেল, সুপারশপ, রিসোর্ট, বিমা, কর্পোরেট হাউসের সাথে চুক্তির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ সকল সুবিধা পেতে 'কুআ'র রেজিস্টার্ড মেম্বার হয়ে 'কুআ' আইডি কার্ড গ্রহণ করার জন্য সকল অ্যালামনাই কে অনুরোধ করা হচ্ছে। কুআ'র রেজিস্টার্ড মেম্বার হওয়ার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট kuaa.org.bd ভিজিট করুন। যারা ইতোমধ্যে জীবন সদস্য অথবা রেজিস্টার্ড সদস্য হয়েছেন তারা 'কুআ'র ওয়েবসাইটে গিয়ে সাম্প্রতিক ছবি, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য হালনাগাত করতে পারবেন।

খুবি'র বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৫শে জানুয়ারী ২০২৫ খ্রি. 'কুআ' খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিসিপ্লিন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের সাথে একটা মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্বে করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি জনাব এ, জেড, এম আনোয়ারুজ্জামান। যুগ্ম সম্পাদক শায়কা ইমাম শান্তা সভাটি সঞ্চালনা করেন। উক্ত মতবিনিময় সভাটি অত্যন্ত আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের জীবন সদস্যদেরকে 'কুআ' আইডি কার্ড প্রদান করাসহ 'কুআ'র বিশেষ বুলেটিন উপস্থিত সকল ডিসিপ্লিনের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় ২২ টা ডিসিপ্লিন এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অতি অল্প সময়ের আহ্বানে সাড়া দেয়ায় 'কুআ' সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান। এই আয়োজনটি ছিল মূলত বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের সম্মানীত অ্যালামনাইদের মতামত শোনা, কিভাবে আমরা কুআ কে আরো অ্যালামনাই বান্ধব করতে পারি সে বিষয়ে আলোকপাত করা।

উপস্থিত সকলে তাঁদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। সবশেষে নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। শিঘ্রই এই সভার আলোচ্য বিষয়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

'কুআ' কানাডার অনুপ্রেরণাদায়ক ওয়েবিনার

কুআ কানাডার আয়োজনে "From KU Campus to High Tech Companies: Inspiring Journeys" শীর্ষক একটি অনুপ্রেরণাদায়ী ক্যারিয়ার বিষয়ক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. তারিখে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের গৌরবময় পেশাগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরার

লক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন রিপন সাহা (সিএসই ডিসিপ্লিন '০৩ ব্যাচঃ রিসার্চ সায়েন্টিস্ট, মেটা) এবং ইহসান ফারুক (সিনিয়র ম্যানেজার, অ্যামাজন)। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আশরাফ ইকবাল (সিএসই ডিসিপ্লিন '০১ ব্যাচঃ প্রিন্সিপাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, অটোডেস্ক এবং কুআ কানাডার নির্বাহী সদস্য)। ওয়েবিনারটি বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী ২ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত এবং কানাডা সময় অনুযায়ী ১ ফেব্রুয়ারি রাত ৯টা থেকে ১০টা (EST) অনুষ্ঠিত হয়। জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা কুআ অ্যালামনাইরা অংশগ্রহণ করেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের ক্যারিয়ার গড়ার গল্প শুনিয়ে সকলে অনুপ্রাণিত করেন।

সহযোগিতায় কুআ

'কুআ' সর্বদাই অ্যালামনাই সহ খুবি'র যে কোন প্রয়োজনে পাশে ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে।

মো. রাকিব হাসান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ডিসিপ্লিনের '১৮ ব্যাচের আমাদের একজন অ্যালামনাই। বর্তমানে সে "T-cell Acute Lympho-blastic Leukemia" নামক একটি জটিল ও প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবন মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে। বাঁচানোর জন্য চিকিৎসকগণ তাকে জরুরি ভিত্তিতে Bone Marrow প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন। এই চিকিৎসার আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা, যা রাকিবের পরিবারের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে। তাদের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও অবশিষ্ট বিপুল অর্থের ব্যবস্থা করা তাদের পক্ষে একান্তভাবে অসম্ভব। আমাদের সকলের যথাসম্ভব আর্থিক অনুদান, সে যতই ক্ষুদ্র হোকনা কেন, পারে রাকিবের বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে সম্ভব করতে। আসুন, আমরা বরাবরের মতো একসাথে রাকিবের পাশে দাড়াই। অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য:

Bkash: 01729408713 (Md. Ataullah); Rocket: 016251534415 (Tawsif Anik); Nagad: 01766225186 (Sujan Das); Bank: Account Holder: 18 Batch, Law Discipline, Khulna University Account No. 0200024005564, Branch: Agrani Bank, Khulna University Branch, Routing No. 010471690

গত জানুয়ারী ২০২৫ খ্রি. এ খুবি'র একজন স্টাফকে ৫০ হাজার টাকার চেক হস্তান্তর করা হয় চিকিৎসা বাবদ। গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন জটিলতায় আক্রান্ত এক অ্যালামনাইয়ের পাশে ছিল 'কুআ'। তার চিকিৎসার সুবিধার্থে তাকে দেয়া হয়েছে ৫০ হাজার টাকা মার্চ ২০২৫ খ্রি. এ।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অধ্যয়নরত একজন শিক্ষার্থীর অসুস্থতার (Multi organ disfunction নামক রোগে আক্রান্ত) চিকিৎসার জন্য ফান্ড সংগ্রহ শুরু করে 'কুআ'। ঐ শিক্ষার্থীর চিকিৎসার জন্য দেশে এবং বিদেশে অবস্থানরত অ্যালামনাইদের থেকে অতি অল্প সময়ে দ্রুত সাড়া পেয়েছি আমরা এবং তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তোলন করে তাকে দেয়া হয়েছে। কুআ আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করছে। যেকোনো পরিস্থিতিতে আমরা সর্বদাই একসাথে এগিয়ে যাবো এই প্রত্যয় আমাদের সকলের।

আপনারা ইতোমধ্যে অবগত আছেন যে, 'কুআ শহীদ মুগ্ধ ওয়েলফেয়ার ফান্ড' আর্থিকভাবে অসচ্ছল অ্যালামনাই ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহযোগিতা, চিকিৎসায় সহযোগিতা এবং তাদের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফান্ড রেইজিং এর জন্য, গত শীতে স্যুভেনির হিসেবে একটি জ্যাকেট তৈরি করা হয় 'কুআ'র পক্ষ থেকে, যার মহৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্যাকেট থেকে সংগ্রহিত লাভের অংশ এই ফান্ড এ জমা হবে। উল্লেখ্য যে, এবার ১ম বর্ষে ভর্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীকে আর্থিকভাবে সাহায্য প্রদান করে পাশে ছিলো 'কুআ'।

সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম

গত ছয় মাসে কুআ'র সাধারণ সদস্য হয়েছেন ৩১ জন এবং জীবন সদস্য হয়েছেন ০৫ জন। জীবন সদস্য যারা হয়েছেন তারা হলেনঃ মোঃ মাসুম মিয়া (০১১৩১২), মহিউদ্দিন গাজী (৯৭০৭০৯), মোঃ রাকিবুল ইসলাম (০৯০৮২৯), সায়েজা মঞ্জুর তানিযা (৯৮০৬১৬) এবং মোঃ ইমদাদুল ইকবাল (০১১২২৪)। উল্লেখ্য যে, বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির এখন পর্যন্ত সময় কালে, সাধারণ সদস্য হয়েছেন ২৮৭ জন এবং জীবন সদস্য হয়েছেন ৪২ জন।

দেশের ১০টি স্থানে একযোগে 'কুআ'র উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

গত ৭ মার্চ ২০২৫ খ্রি. খুলনা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দেশের ১০ জেলায় একযোগে ইফতার মাহফিল-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৫ মার্চ ২০২৫ খ্রি. তারিখে রায়ান্স হোটেল, রংপুরে এবং ২৫ মার্চ ২০২৫ খ্রি. তারিখে মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, নাটোরে 'কুআ'র উদ্যোগে ইফতার মাহফিল-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতার মাহফিলটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে যুগ্ম সম্পাদক মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম এবং নির্বাহী সদস্য ড. মোঃ নাজমুস সাদাতকে আহ্বায়ক করে যথাক্রমে ঢাকা ও খুলনায় দু'টি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির তত্ত্বাবধানে দেশের যে ১০ টি স্থানে একযোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানগুলো হলোঃ বন ভবন মিলনায়তন, আগারগাঁও, ঢাকা; শিক্ষক ক্লাব, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা; রাস্টিক রেস্টুরেন্ট, বরিশাল; ব্লু লাউঞ্জ রেস্টুরেন্ট, চট্টগ্রাম; মাইডাস রেস্টুরেন্ট, রাজশাহী; নকশী রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি সেন্টার, ময়মনসিংহ; পিজ্জা মিলান রেস্টুরেন্ট, সাতক্ষীরা; সোনালী ব্যাংক কনফারেন্স সেন্টার, যশোর; কাচ্চি ভাইয়া রেস্তোরাঁ, পাবনা; সাইমন হেরিটেজ, কক্সবাজার। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিটি স্থানে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটি সফল করার লক্ষ্যে আপনারা যারা কাজ করেছেন এবং যারা অংশগ্রহণ করে পাশে ছিলেন তাদের সকলকে 'কুআ' জানাচ্ছে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ।

কটকা ট্রাজেডি স্মরণে শোক দিবস পালিত

১৩ই মার্চ, কটকা ট্রাজেডি। ২০০৪ সালের এই দিনে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের ৪৮ জন শিক্ষার্থীর আনন্দঘন সফর নিমিষেই পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। সুন্দরবনের কটকা সমুদ্রসৈকতের ঢেউ কেড়ে নেয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের ৯ জন এবং বুয়েটের ২ জনসহ মোট ১১ জন ছাত্র-ছাত্রীর প্রাণ। আমরা হারাই আমাদের প্রিয় মানুষদের। ১৩ই মার্চ ২০২৪ খ্রি. তারিখে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে কটকা ট্রাজেডি স্মরণে পালিত হয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস। এবারের শোক দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ রেজাউল করিম, ট্রেজারার, বিভিন্ন স্কুলের ডিন, স্থাপত্য ডিসিপ্লিন প্রধানসহ বিভিন্ন ডিসিপ্লিন প্রধান, ছাত্র বিষয়ক পরিচালক, প্রভোস্ট ও বিভাগীয় প্রধানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অ্যালামনাই অংশ নেন। 'কুআ'র পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস পালন

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে সকাল ৮টায় প্রশাসনিক ভবনের সামনে উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ রেজাউল করিম ও উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ হারুনর রশীদ খান কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ সময় ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোঃ নূরুন্নবী ও বিভিন্ন স্কুলের ডিনবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বে ক্যাম্পাস থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়ে গল্লামারী বধ্যভূমিতে গিয়ে শেষ হয়। বদ্ধভূমিতে 'কুআ'র পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

'কুআ', যশোরের এর পক্ষ থেকে ঈদ পূর্ণমিলনী ও নৈশ ভোজ এর আয়োজন

গত ২৭শে জুন ২০২৫ খ্রি. রোজ শুক্রবার সন্ধ্যায় 'কুআ', যশোর এর পক্ষ থেকে "ঈদ পূর্ণমিলনী ও নৈশ ভোজ" এর আয়োজন করা হয় সোনালী ব্যাংক পিএলসি খেলার মাঠে (যশোর শিক্ষা বোর্ড স্কুল এর বিপরীতে, নিউমার্কেট, যশোর)। খুব অল্প সময়ে এই সুন্দর আয়োজনের জন্য 'কুআ', যাশোর এর সকল অ্যালামনাইদেরকে জানাই ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

আসন্ন প্রোগ্রামসমূহ

'কুআ' আগামী ৬ ও ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে জব ফেয়ারের আয়োজন করবে এবং অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট আয়োজক কমিটি এবং ১০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। এছাড়াও আসছে ডিসেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে বা ২০২৬ এর শুরুতে যে সকল প্রোগ্রাম সমূহের বাস্তবায়ন নিয়ে 'কুআ' কাজ করছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম সমূহ হচ্ছে: দুই দিন ব্যাপী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিইউনিয়ন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট/ইনডোর প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করা।

খুবি'র বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের নতুন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কমিটি গঠন(জানুয়ারী- জুন ২০২৫)

গত ১৭ জানুয়ারী, ২০২৫ খ্রি. এ অনলাইনে KUAAC (Khulna University Alumni Association of Chemistry) এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে মোঃ ফেরদৌস আলম ('১০ ব্যাচ)সভাপতি হিসাবে এবং ইয়াসিন আরাফাত ('১৪ ব্যাচ) সাধারণ সম্পাদক হিসাবে KUAAC এর নতুন গঠিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্ব গ্রহন করেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিসিপ্লিনের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন 'HRMAAKU'-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে গত ২০শে জুন ২০২৫ খ্রি. তারিখে। নবগঠিত কমিটির আহ্বায়ক মো. মেহেদী হাসান মাসুদ ('১৬ ব্যাচ) ও সদস্য সচিব হয়েছেন এহসানুল হক ('১৭ ব্যাচ)।

নব গঠিত ডিসিপ্লিনের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে 'কুআ'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং প্রাণঢালা অভিনন্দন।

সাফল্যের ইতিকথা

খুবি অ্যালামনাইদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ : খুলনা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (কুআ) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন অর্জনে অনেক গর্বিত এবং প্রতি ছয় মাসে আমাদের অ্যালামনাইদের অর্জন সমূহ আমরা সকলের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়াসে প্রতি বুলেটিনে তা প্রকাশ করে আসছি। এই বুলেটিনে গত জানুয়ারী ২০২৫ থেকে জুন ২০২৫ ইং খ্রিঃ পর্যন্ত সময় কালের অর্জন সমূহ, কুআ ফেসবুক পেজ থেকে সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। অনিচ্ছাকৃত ভাবে কারো অর্জন এখানে লিপিবদ্ধ না হয়ে থাকলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং প্রকাশনা কমিটিকে অপ্রকাশিত 'অর্জনের' তথ্য দিলে পরবর্তী বুলেটিনে প্রকাশিত করা হবে বলে আশা প্রকাশ করছি।

গত ১৬ই জানুয়ারী ২০২৫ খ্রি. খুলনা ইউনিভার্সিটির অ্যালামনাই, ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই) ডিসিপ্লিনের '৯৭ ব্যাচের প্রফেসর ড. মো. শামীম আহসান পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন।

"বাধ ভেঙ্গে দাও" স্লোগানে সারাদেশের দেড় শতাধিক নারী উদ্যোক্তার অংশগ্রহণে রাজধানীর ঢাকা রিজেন্সি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো সাহসিকা-নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ ও সম্মাননা। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ৮ই মার্চ ২০২৫ খ্রি. তারিখে ৮ জন নারী উদ্যোক্তাকে দেওয়া হয় সাহসিকা সম্মাননা। এবছর যে ৮টি ক্যাটাগরিতে এই সম্মাননা দেয়া হল সেগুলি হচ্ছেঃ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন, ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল, টেকসই পণ্য, শিশুশিক্ষা, গৃহপণ্য, ঐতিহ্যপণ্য এবং পর্যটন ও বিনোদন। পর্যটন ও বিনোদন ক্যাটাগরিতে ফাতিমা সুলতানা উর্মি (ফ্যান্টাস্টিক ওয়ার্ল্ড, খুলনা) সাহসিকা-নারী উদ্যোক্তা সম্মাননা লাভ করেছেন এবং তিনি আমাদের ফার্মেসি ডিসিপ্লিনের '০৫ ব্যাচের অ্যালামনাই ।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজিই ডিসিপ্লিন ('০৭ ব্যাচ) থেকে স্নাতক এবং উন্নয়নশিক্ষায় স্নাতকোত্তর করা নাজমুল হোসেনের শিক্ষাজীবন ছিল বিজ্ঞান ও সমাজভাবনার এক অসাধারণ সংমিশ্রণ। ২০০৭ সালে একটি ধার করা মডেম দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করেন নাজমুল হোসেন । ২০১৩-১৫ সালে ছিলেন আপওয়ার্কের শুভেচ্ছাদূত। ২০১৪ সালে বেসিসের দেশসেরা 'বেস্ট ফ্রিল্যান্সারঅ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেন তিনি। ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত 'ইল্যান্স ওডেস্ক অ্যানুয়াল ইমপ্যাক্ট রিপোর্ট'-এ উঠে আসে তাঁর গল্প। ২০১৯ সালে গড়ে তোলেন 'দ্য টার্টেলস টার্ন', যেখানে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থীকে তিনি ডিজিটাল মার্কেটিং, ই-কমার্স বিজনেস নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন। 'দ্য টার্টেলস টার্ন' এখন শুধু একটি প্রতিষ্ঠান নয়, একটি আন্দোলন যার মাধ্যমে ইতিমধ্যে ২০ হাজারের বেশি দক্ষ ই-কমার্স উদ্যোক্তা ও কর্মী তৈরি হয়েছে। নাজমুল হোসেন বাংলাদেশ ও নেপালের প্রান্তিক নারীদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'ফ্রেশিয়া বায়োকেয়ারস' নামের একটি কমিউনিটি নির্ভর স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড, যেটা নারীর ক্ষমতায়নের এক বাস্তব উদাহরণ (প্রথম আলো: ৩রা মে ২০২৫ খ্রি.)।

গত ২০২৪ সালে গবেষণাতে বিশেষ অবদানের জন্য ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষক, তাঁদের মধ্যে তিন জনই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই। সম্মানিত এই তিন শিক্ষক হচ্ছেন : জীববিজ্ঞান স্কুলের ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিনের প্রফেসর ড. অলোকেশ কুমার ঘোষ ('০৩ ব্যাচ), সামাজিক বিজ্ঞান স্কুলের অর্থনীতি ডিসিপ্লিনের প্রফেসর ড. মো. নাসিফ আহসান ('৯৯ ব্যাচ) এবং ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুলের হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিসিপ্লিনের প্রভাষক ইমতিয়াজ মাসরুর('১১ ব্যাচ)। গত ২৮শে মে ২০২৫ খ্রি. তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম এর উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। মাননীয় উপাচার্য বলেন, গবেষণা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। উন্নয়ন-অগ্রগতির আলো সমাজে ছড়াতে হলে শিক্ষা ও গবেষণায় উৎকর্ষতা অর্জন অত্যাবশ্যক। আমাদের শিক্ষকরা সে দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন। আজ যারা এ সম্মাননা পেয়েছেন, তাদের কাজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও সমান প্রভাব বিস্তার করছে।

"সমুদ্র বাঁচাও, গ্রহ বাঁচাও" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কক্সবাজারের ইনানী থেকে টেকনাফ উপকূলরেখা পর্যন্ত মনোমুগ্ধকর মেরিন ড্রাইভে গত ২০ থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল Coastal Ultra 2025 এর যুগান্তকারী আল্ট্রা-রানিং ইভেন্ট। এই ইভেন্ট এর ২০০ কি.মি. ক্যাটাগরিতে প্রথম রানারআপ স্থান অধিকার করেছেন আমাদের অ্যালামনাই বিএ ডিসিপ্লিনের ('৯৩ ব্যাচ) মোঃ জেহাদুর রহমান।

গত ছয় মাসে যাদের হারিয়েছি আমরা

গত ছয় মাসে (জানুয়ারী – জুন ২০২৫ খ্রি.) ‘কুআ’ পরিবারের যে সকল সদস্য চিরতরে আমাদেরকে ছেড়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদেরকে হারিয়ে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তাঁদের এই অকাল মৃত্যুতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (কুআ) পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন এবং পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু মহান স্রষ্টার নিকট তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করছি ।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ডিসিপ্লিনের ’১৭ ব্যাচের (আইডি: ১৭২৮৩০) কৃতি ছাত্রী পুষ্প মালা দাস ১৪ ই জুন ২০২৫ খ্রি. তারিখে এই পৃথিবীর সকল মায়া ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেছেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ডিসিপ্লিনের ’১৭ ব্যাচের (আইডি: ১৭১৮৩৩) কৃতি ছাত্রী তাসনুর জাহান গত ২৬শে জুন ২০২৫ খ্রি. তারিখ আনুমানিক রাত ২:৩০ ঘটিকায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের ’৯৬ ব্যাচের (আইডিঃ ৯৬০১২৩) কৃতি ছাত্র মোঃ জাকারিয়া ইবনে রাজ্জাক (রাসেল), গত ২৯ই জুন ২০২৫ খ্রি.তারিখে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এবং পরবর্তীতে আনুমানিক সন্ধ্যা ৭:৩০ ঘটিকায় ঢাকাস্থ পঙ্গু হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক করণীয় ও নির্দেশনা :

সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসাধারণের করণীয়

১. জনসমাগম যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন এবং উপস্থিত হতেই হলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন।
২. শ্বাসতন্ত্রের রোগগুলো থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন।
৩. হাঁচি বা কাশির সময় বাহু বা টিস্যু দিয়ে নাক–মুখ ঢেকে রাখুন।
৪. ব্যবহৃত টিস্যুটি অবিলম্বে ঢাকনাযুক্ত ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলুন।
৫. ঘন ঘন সাবান ও পানি কিংবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন (অন্তত ২০ সেকেন্ড)।
৬. অপরিষ্কার হাতে চোখ, নাক ও মুখ ধরবেন না।
৭. আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন এবং কমপক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন।

সন্দেহজনক রোগীদের ক্ষেত্রে করণীয়

১. জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হলে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতে থাকুন।
২. রোগীর নাক–মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করতে বলুন।
৩. রোগীর সেবাদানকারীরাও সতর্কতা হিসেবে মাস্ক ব্যবহার করুন।
৪. প্রয়োজন হলে কাছের হাসপাতালে অথবা আইইডিসিআর (০১৪০১–১৯৬২৯৩) অথবা স্বাস্থ্য বাতায়ন (১৬২৬৩)–এর নম্বরে যোগাযোগ করুন।

করোনার নতুন দুটো সাব-ভ্যারিয়েন্ট এক্সএফজি ও এক্সএফসি। এগুলো ওমিক্রন জেএন.১-এর একটি উপশাখা। সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন এক্সএফজিতে। এই ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ ক্ষমতা বেশি। ফলে স্বাস্থ্যবিধি না মানলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

KUAA Khulna University Alumni Association

সাম্প্রতিক ‘ড’ এ শূন্য ‘ড়’ এবং ‘ব’ এ শূন্য ‘র’ এর ব্যবহার

- মোঃ আকতার হোসেন

গত শতাব্দীর ৮০ এবং ৯০ দশকে যারা শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন পার করেছেন তাদের অবসর সময় কাটত বই পড়ে, গান শুনে, খেলাধুলা করে, সিনেমা দেখে, আড্ডা দিয়ে অথবা মহিলা কলেজ বা স্কুলের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে (যারা অন্যদের চেয়ে একটু বেশি সাহসী ছিল)। সে সময়ের প্রজন্ম এখন বিভিন্ন পেশায় ঝানু অবস্থান সংহত করেছেন। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে পুরো পৃথিবী চলে এলো হাতের মুঠোয়। স্মার্টফোনের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে যোগাযোগ হয়ে উঠল অত্যন্ত সহজ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে বিভিন্ন অনুভূতি শেয়ার করা সহজতর হলো। বিনোদন, শিক্ষা, যোগাযোগ, ব্যবসা, ভ্রমণ, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কন্টেন্ট তৈরি এবং প্রচার করার মাধ্যমে অভাবনীয় পরিবর্তন সংঘটিত হলো। এটি সভ্যতার একটি বড় বাঁক পরিবর্তন। এ পরিবর্তনের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদিতে এলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রভাব পড়ল আমাদের জীবনযাত্রায়। অবসরে এখন বই পড়া, গান শোনা, আড্ডা দেওয়া ইত্যাদির পরিবর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটানো হয়ে উঠল নতুন প্রজন্মের প্রথম পছন্দ। হাতে মোবাইল নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে স্ক্রল করে কিভাবে যে ১-২ ঘন্টা সময় কেটে যাচ্ছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। এমনও ঘটনা ঘটেছে পাঁচ-সাত জন বন্ধু একত্রে বসে আছে কিন্তু সবাই যার যার স্মার্ট ফোন নিয়ে ব্যস্ত, কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। ফলে মানবিক বিকাশ একটু হলেও বাধাগ্রস্ত হলো। এই প্রজন্ম কিছু নতুন শব্দ আবিষ্কার করল, যেমনঃ প্যারা (সমস্যা), অরা (Aura, ব্যক্তিত্ব), বেইজড (Based, অন্যে কিভাবে দেখল তার তোয়াক্কা না করে নিজের অবস্থানে অবিচল থাকা), ব্রাহ (Bruh, কোনো কিছুর প্রতি শক, হতাশা বা বিব্রত বোধ করা), বাসিন (Bussin, প্রশংসা) ক্যাপ (Cap, মিথ্যা), কুক (Cook, বিব্রত করা), পুকি (Pookie, পছন্দের মানুষকে আদর করে এই নামে ডাকা), রেড ফ্লাগ (সম্পর্কের বেলায় কারো ব্যাপারে বিপৎসংকেত) ইত্যাদি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই শব্দগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় (সূত্রঃ প্রথম আলো, ১২ আগস্ট ২০২৪)।

একইভাবে, এই প্রজন্ম বাংলা ভাষার ‘ড’ এ শূন্য ‘ড়’ এবং ‘ব’ এ শূন্য ‘র’ এর ব্যবহারে একটার সাথে অন্যটাকে গুলিয়ে ফেলছে। এটি ইংরেজি অ্যাকসেন্ট প্রভাবিত এক ধরনের নতুন সমস্যা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই বিষয়টা প্রকটভাবে চোখে পড়ে। তবে, এ প্রভাব হতে টেলিভিশনের স্ক্রল, সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি কোনো মাধ্যমই বাদ যাচ্ছে না। কেউ হয়ত তার বাড়ি থেকে বের হচ্ছে, সে স্ট্যাটাস লিখতে গিয়ে লিখছে আমি ‘বারি’ থেকে ‘বেড়োচ্ছি’। আসলে সে বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। কিন্তু, লিখতে গিয়ে যা লিখল তা সঠিক নয়। কেউ হয়ত ঘুরতে বের হচ্ছে বা ঘুরে এলো, সে লিখলো ‘ঘুড়ে’ এলাম। এ বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ের জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের কনটেন্টেও প্রতিফলিত হয়। তারা বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায়/উচ্চারণে স্টাইলিস্টভাবে বাংলা এবং ইংরেজির মিশ্রণে কথা বলার চেষ্টা করে। এর প্রভাব পড়ে আমাদের বিভিন্ন লিখিত প্রতিক্রিয়ায়, যা অনেক ক্ষেত্রে বিরক্তিকর এবং বিব্রতকর। সিনেমা এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ের সমালোচক ইউটিউব চ্যানেল রানার (RnaR) এর কনটেন্টে ‘ড়’ এবং ‘র’ এর মিশ্রণে মাঝামাঝি উচ্চারণের একটি বর্ণ ব্যবহার করা হয়।

আমার বিবেচনায় এই ‘ড়’ এবং ‘র’ এর ব্যতিক্রমী ব্যবহারের কারণ ইংরেজি বর্ণমালায় বাংলা লেখা। এই ব্যতিক্রমী শব্দের ব্যবহার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হতে ব্যানার পোস্টার এমনকি দোকানের নামে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। সম্প্রতি সাভারে একটা দোকানের নাম লেখা দেখলাম ‘ঝড়না স্টোর’, প্রকৃতপক্ষে দোকানটির নাম হবে ‘ঝরনা স্টোর’। আমরা বই ‘পড়ি’ এবং পোশাক ‘পরি’। কিন্তু এই দু’টি শব্দে ভিন্নভাবে ‘ড়’ এবং ‘র’ এর ব্যবহার দেখা যায়। আজ কী শাড়ি ‘পড়েছ’? আজ কী বই ‘পরেছ’? গাছ থেকে আজ আম ‘পেরেছি’ (সঠিক হলো পেড়েছি)।

আবার অনেক সময় ‘ড়’ এবং ‘র’ এর দু’টি ব্যবহারই সঠিক হতে পারে। তবে প্রয়োগভেদে অর্থ ভিন্ন হতে পারে। যেমন পাহাড়ে ‘চরতে’ আমার খুব ভালো লাগে (ঘোরা অর্থে)। পাহাড়ে ‘চড়তে’ আমার খুব ভালো লাগে (ওঠা) অর্থে। অন্ধকার থেকে ‘বেরিয়ে’ এলাম (বাইরে আসা)। অন্ধকার থেকে ‘বেড়িয়ে’ এলাম (ঘুরে আসা)। এক ঘন্টা ‘পরে’ ফোন করবে (কিছুক্ষণ পর)। এক ঘন্টা ‘পড়ে’ ফোন করবে (পাঠ করা)। আবার ‘ড়’ এবং ‘র’ এর অর্থহীন ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যেমন গরুগুলো মাঠে ‘চরছে’ (ঘাস খাওয়া বা ঘোরা)। গরুগুলো মাঠে ‘চড়ছে’ (চড়া অর্থ ওঠা, অর্থহীন ব্যবহার)।

প্রায়ই দেখা যায় কেউ লিখছে “মনে পরে, তোমায় মনে পরে”। এর মানে কি ‘মন’ নামের কেউ কি কিছু পরে/ পরিধান করে? কোনো কিছু পরিধান করার স্থলে আবার কেউ লিখে “নতুন জামাটি পড়ে এলাম”। প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে জামা কি কোনো উপন্যাস যে ‘পড়ে’ এলেন? অনেকে মায়ের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে লেখেন “মায়ের সঙ্গে আমার নারীর টান”। মহীয়সি মায়ের প্রতি টান বোঝাতে ‘নাড়ী’ কেন ‘নারী’ হলো তা বোধগম্য নয়। “তুমি আমি হাড়িয়ে (হারিয়ে হবে) যেতে চাই”। এ বাক্যের ব্যবহার তো প্রায়শই দেখতে হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। অনেক শিক্ষিত লোকও এ ধরনের ভুল করেন, যা শুধরানো যায় না। যেমনঃ জনৈক বক্তা বলেছেন “চ্যাংরা গাছ থেকে পরে নরেচরে বসলো ঠিকই কিন্তু উঠে দারাতে পারল না”। আপনারা বলেন এ সমস্যার কি সমাধান হতে পারে? সমাধান হলো দৈনন্দিন কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে বই পড়া, মনোযোগ দেওয়া, চর্চা করা, যদি আগ্রহ থাকে।

লেখক : সাধারণ সম্পাদক, কুআ